তারিখ ... 31 DEC 2016
পৃষ্ঠা 22 ... 2

দৈনিক আমাদের সময়

শিক্ষকদের ভাগ্যবদল হলেও শিক্ষার্থীরা সেই তিমিরেই

এম এইচ রবিন •

জাতীয়করণ করা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার মান বাড়ছে না। প্রাথমিক শিক্ষাকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে সরকার দেশের ২৫ হাজার ৫৫২টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে। উদ্দেশ্য ছিল এসব স্কুলের শিশুদের মানসম্মত পাঠদান। গত বৃহস্পতিবার প্রকাশিত প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার ফল বিশ্লেষণ করে তার প্রতিফলন দেখা যায়নি।

বিশ্লেষণে দেখা গেছে, জাতীয়করণে শিক্ষকদের ভাগ্যবদল হলেও বদলায়নি পেশার প্রতি দায়িত্বহীনতার পুরনো অভ্যাস। অন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চেয়ে লেখাপড়ায় পিছিয়ে রয়েছে এসব স্কুলের শিক্ষার্থীরা। দেখা যায়, নতুন জাতীয়করণ করা সরকারি স্কুলে পাসের হার ৯৭.৩৮ শতাংশ। অথচ বেসরকারি কিন্ডারগার্টেন স্কুলের পাসের হার ৯৯.২৭ শতাংশ। কিন্ডারগার্টেনের তুলনায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ও এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। তাদের পাসের হার ৯৮.৭০ শতাংশ। জাতীয়করণ করা প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে এ বছর পরীক্ষায় অংশ নেয় ৫ লাখ ৬৯ হাজার ৩৪১ শিক্ষার্থী। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১২ হাজার ৬৫৬ জন। এর ২৭ গুণের বেশি শিক্ষার্থী মাত্র জিপিএ ৩.৫-এর মধ্যে গ্রেড নম্বর পেয়ে পাস করেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু হেনা মোস্তফা কামাল আমাদের সময়কে বলেন, ফল প্রকাশের পর এসব বিশ্লেষণ করা হচ্ছে, কোথায়-কোথায় দুর্বলতা আছে? প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ নেবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে কেন নতুন জাতীয়করণ করা বিদ্যালয়ে পাসের হার তুলনামূলক কম– এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা শিক্ষার্থীদের মানের জন্য শিক্ষকদের মানোন্নয়নের চিন্তা করছি। যারা আগে বেসরকারি ওসব স্কুলে যোগদান করেছিলেন, তারা নানাভাবে চাকরি নিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে শিক্ষকদের নিজের দায়িত্বশীলতা। তারা যদি ক্লাস ঠিকমতো নেন, স্কুলে নিয়মিত উপস্থিত থাকেন তবেই ভালো লেখাপড়া হবে ওইসব স্কুলে। আমরাও উদ্বিগ্ন, কেন খারাপ হচ্ছে ফল। এ সব সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের ব্যবস্থা নেব।

এদিকে, প্রাথমিক বিদ্যালয় ধরন অনুযায়ী অন্য বিদ্যালয়ের মধ্যে ভালো করেছে পিটিআইসংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়। এসব স্কুলে পাসের হার ৯৯.৯৫ শতাংশ। সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে ৯৯.৮৮ শতাংশ; উচ্চ বিদ্যালয় সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৯.৩৩; মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৯৯.২৭; ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলে ৯৮.২১; ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্পাধীন স্কুলে ৯৮.৬৩; রেজি. প্রাথমিক স্কুলে ৯৮.২১; অস্থায়ী/অনুমতিপ্রাপ্ত বেসরকারি স্কুলে ৯৭.৯৬;

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৪

শিক্ষকদের ভাগ্যবদল হলেও

(শেষ পৃষ্ঠার পর) এনজিও পরিচালিত স্কুলে ৯৭.৩৭; কমিউনিটি পরিচালিত স্কুলে ৯৭.২৫; নন রেজি. বেসরকারি স্কুলে ৯৬.৫৫ শতাংশ এবং সবচেয়ে পিছিয়ে আছে শিশু কল্যাণ স্কুলের শিক্ষার্থী। এসব স্কুলে পাসের হার ৯৪.৬৭ শতাংশ।

বেসরকারি স্কুলের তুলনায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাসের হার কম হওয়ার বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী মোস্তাফিজুর রহমান আমাদের সময়কে বলেন, প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রাপ্তি সব সময় হয় না। তার পরেও প্রত্যাশা পূরণের পথে সরকার কাজ করছে। সব জায়গাই সমানভাবে আমরা দেখব, সবাই যেন একই মানের হয়, সেই আশা নিয়েই তো আমরা কাজ করছি।

বিষয়ভিত্তিক ফলের তথ্যানুযায়ী দেখা যায়, প্রাথমিকের শিশুরা ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে দুর্বল। বাংলার অবস্থা মোটামুটি ভালো। বিষয়ভিত্তিক পাসের হার যথাক্রমে, বাংলায় ৯৯.৭১; ইংরেজি ৯৯.২৭; গণিতে ৯৯.৩৩; বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ৯৯.৭৯; প্রাথমিক বিজ্ঞানে ৯৯.৭৯; এবং ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা ৯৯.৯২ শতাংশ।

শিশুদের এমন পরীক্ষা সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক ড. রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, দুই সমাপনী পরীক্ষার আয়োজন করে অভিভাবকদের শুধু ব্যয় বাড়ানো হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মানসিক ও শারীরিক চাপ বাড়ছে। এসব পরীক্ষা থেকে ইতিবাচক কিছু আশা করা যায় না।

সরকার যে উদ্দেশ্যে প্রাথমিক স্কুলগুলো জাতীয়করণ করেছে। তার আশানুরূপ ফল পাওয়া যাচ্ছে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, শিক্ষকরা এখনো ঠিকমতো ক্লাসে উপস্থিত থাকেন না। শিশুরা কোচিংনির্ভর হয়ে পড়ছে।

সম্প্রতি তাদের একটি জরিপে এমন চিত্র উঠে এসেছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, অতিরিক্ত জাতীয় পরীক্ষা আয়োজনের কারণে কোচিংবাণিজ্যের দৌরাত্ম্য বাড়ছে, শিক্ষার্থীদের মধ্যে তৈরি হচ্ছে এক ধরনের বৈষম্য। শুধু পরীক্ষার কারণে প্রতিবছর ২৫-৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। প্রাথমিক পর্যায়ের এসব পরীক্ষার সার্টিফিকেট কোনো কাজে আসছে না। অথচ শিক্ষাব্যবস্থা জাতীয় পরীক্ষার দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে। শিক্ষকদের সৃজনশীল দক্ষতা না থাকায় তারা সঠিকভাবে খাতা মূল্যায়ন করতে পারছেন না।

উল্লেখ্য, প্রাথমিকের শিশুরা জিপিএ-৫ পেয়েছে মোট পরীক্ষার্থীর মাত্র ১০.১১ শতাংশ; জিপিএ-৪ পেয়েছে ২৭.২৮ শতাংশ; জিপিএ-৩ থেকে ৪-এর নিচে পেয়েছে ১৭.৩৮ শতাংশ; জিপিএ-৩ পয়েন্ট ৫ থেকে জিপিএ-৩ পেয়েছে ১৬.৯২ শতাংশ; জিপিএ-৩ থেকে জিপিএ-২ পেয়েছে ২১.৮২ শতাংশ [illegible] নিচে পেয়েছে ৬.৪৯ শতাংশ।